ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ২৪/০১/২০১৮ ।।

ধলাই জেলায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের কর্মসূচি

আমবাসা, ২৪ জানুয়ারী ।। অন্যান্য বছরের মত এবছরও ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধলাই জেলায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানটি কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলা শাসক বিকাশ সিংহ। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীত এবং কুচকাওয়াজ প্রদর্শণ করা হবে । এরপর অনুষ্ঠিত হবে পি টি প্রদর্শণ ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভোর ৫টায় প্রজাতন্ত্র দিবস উৎযাপন উপলক্ষে আমবাসা, ডলুবাড়ী, কুলাই, উত্তর নালীছড়ার প্রধান প্রধান রাস্তায় প্রভাত ফেরী করা হবে । ঐদিন সকাল ৬টায় প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

তাছাড়া ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৭টায় সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ২৬শে জানুয়ারী সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কুলাই জেলা হাসপাতালে, আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। এছাড়াও কুলাই ডি ডি আর সি তে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। ঐদিন দুপুর ১টায় আমবাসা পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে । ঐদিন বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে আমবাসা টাউন হলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। ২৬শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় আমবাসা টাউন হলে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

রবীন্দ্র কাননে চারদিন ব্যাপী পুষ্প প্রদর্শনী শুরু

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারী ।। রবীন্দ্রকাননে আজ থেকে ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে ৩২তম বার্ষিক পুষ্পপ্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব সঞ্জিব রঞ্জন, কৃষি দপ্তরের সচিব ওয়াই কুমার, উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা ও ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক মনিময় দেবনাথ প্রমুখ। আলোচনায় রাজ্যপাল বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো এই বার্ষিক পুষ্পপ্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত হতে পেরে আমি প্রীত ও আপ্লুত। তিনি ত্রিপুরার বিমানবন্দরকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশে ত্রিপুরা থেকে ফুল রপ্তানীর জন্য হর্টিকালচার সোসাইটিকে উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। মুখ্যসচিব সঞ্জিব রঞ্জন বলেন ত্রিপুরায় ফুল চাষে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত হচ্ছে রবীন্দ্রকানন। এক সময় এই রবীন্দ্রকানন ছিল পরিত্যক্ত টিলাভূমি, আর বর্তমানে বাহারী রঙের ফুল দিয়ে সজ্জিত পার্ক। কৃষি দপ্তরের সচিব ওয়াই কুমারও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক মনিময় দেবনাথ। পরে রাজ্যপাল ও অন্যান্য অতিথিগণ পুষ্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। প্রদর্শনী চলবে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত।

আমবাসায় যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী পালিত

আমবাসা, ২৩ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলায়ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় আমবাসা চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে নেতাজীর জীবনী ও কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। নেতাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোরে ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আমবাসা, ডলুবাড়ী এবং কুলাই এলাকায় প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রভাতফেরীতে অংশ গ্রহণ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী রাজ্যে পালিত

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারী ।। আজ সারা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় বীর সেনানী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২২তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে। সকালে মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। এর আগে অধিকর্তা সহ অন্যান্য অতিথিগণ নেতাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সভাপতির ভাষণে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা ছাত্র সমাজকে দেশ বরেণ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সুভাষ চন্দ্র বসু দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন চির নতুনের মূর্ত্ত প্রতীক। নেতাজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান। তবেই এই জন্ম জয়ন্তী পালন সার্থক হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি নেপাল চন্দ্র সিনহা, সম্পাদক ড. দেবব্রত ভৌমিক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীগণ রং বেরং-এর বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেয়। মূল অনুষ্ঠানের পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

সোনামুড়ায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

সোনামুড়া, ২১ জানুয়ারী ।। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় আজ সোনামুড়ায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আজ সকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী সোনামুড়া নগরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে সোনামুড়া টাউন হলে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সোনামুড়া মহকুমা শাসক সুমিত লোধ ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্তির ইতিহাস তুলে ধরেন। আলোচনা সভায় রাজ্যের ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক ঋতেশ শীল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক অনিন্দিতা দেববর্মা, আই সিও রাজেশ দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

আমবাসায় ধলাই জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত

আমবাসা, ২১ জানুয়ারী ।। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আজ আমবাসায় ধলাই জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় আমবাসা টাউন হলে। দুপুরে টাউন হলে আয়োজিত আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা। উপস্থিত ছিলেন আমবাসার মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি, জেলা প্রশাসনের প্ল্যানিং অফিসার এস কে ত্রিপুরা প্রমুখ।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা বলেন, ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য মর্যাদা প্রাপ্তির ফলে ত্রিপুরাও অন্য রাজ্যের মত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করছে, ফলে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটেছে। মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি, লালছড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র তন্ময় দেবনাথ প্রমুখও আলোচনা করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন হারাধন স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের শিল্পীগণ।এই উপলক্ষ্যে আজ সকালে আমবাসার কালীবাড়ী নাট মন্ডপে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিশালগড়ে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

বিশালগড়, ২১ জানুয়ারী ।। সারা রাজ্যের সাথে আজ বিশালগড় মহকুমাতেও উদযাপিত হল ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণরাজ্য দিবসের মূল অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশালগড় মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিজয় সিন্‌হা। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণরাজ্যে উত্তরণের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক আগন কুমার ত্রিপুরা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি পাল এবং বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক। অনুষ্ঠানে বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের শিল্পীরা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এছাড়াও ছিল সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস-২০১৮ উদযাপিত

আগরতলা, ২১ জানুয়ারী ।। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে আজ এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস-২০১৮ উদযাপন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন। পূর্ণরাজ্য দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব বলেন, ত্রিপুরাবাসীর কাছে আজকের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি পায়। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের পর ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মিহির দেব বলেন, ২১ জানুয়ারী আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের দিন। তিনি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে উত্তরণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আজ রাজ্যে ২টি মেডিকেল কলেজ, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মহকুমায় মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ১৯৭২ পর্যন্ত আমরা তা ভাবতেই পারিনি। এখন সারা দেশে আমরা পরিচিতি পাচ্ছি। পূর্ণরাজ্য হওয়ার অবদান এটাই। স্বাগত ভাষণে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডাঃ মিলিন্দ রামটেকে বলেন, সারা দেশের সাথেই উন্নয়নের পথে ত্রিপুরাও এগিয়ে চলেছে। প্রগতির পথে এই এগিয়ে যাওয়া আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, আজ সারা রাজ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই দিনের গুরুত্ব-তাৎপর্য ও ইতিহাস নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শচীন দেববর্মণ সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সিপাহীজলা জেলায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

বিশ্রামগঞ্জ, ২০ জানুয়ারী ।। আজ সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলার জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মানিক লাল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক হাবুল লোধ।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সিপাহীজলার জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, আজ আমাদের গর্বের দিন। অতীতের তুলনায় বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা সহ রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এখানেই পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির সাফল্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সিপাহীজলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মানিক লাল দাস। আলোচনার শেষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা হজাগিরি, মামিতা,লেবাং বুমানি,লোকগীতি,পল্লিগীতি এবং দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।